জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পানি, স্যালাইন ও শরবত বিতরণ

জীবননগরে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ঠান্ডা পানি, খাবার স্যালাইন ও শরবত বিতরণ করা হয়েছে।

আজ শনিবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের উন্মুক্ত মঞ্চের সামনে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ বিভিন্ন শ্রমজীবী, পেশাজীবী ও পথচারীদের মাঝে বিশুদ্ধ পানি খাওয়ার স্যালাইন ও লেবুর শরবত বিতরণ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সভাপতি সাংবাদিক এম আর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু, সাংবাদিক মাজেদুল মিল্টন, রিপন মিয়া, প্রমূখ অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সি,এ মোঃসালাউদ্দিন।

দামুড়হুদার কাঁঠাল তলায় একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ২য় দিনের মতো ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন। গতকাল শুক্রবার বেলা ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় এই শরবত বিতরণ করা হয়।

একতা পরিবারের পক্ষ থেকে লেবুর শরবত বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) মোঃ নিজাম উদ্দিন। এসময় তিনি বলেন, প্রচুর তাপদহের কারনে মানুষের জনজীবন

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কঠিন তাপদহের মধ্যেও জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ বাইরে বের হচ্ছে। এমন সময় সাধারণ মানুষের জন্য এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহনের জন্য একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়। সেই সাথে এমন ভালো কাজ চলমান রাখবেন এমন প্রত্যাশা করি একতা পরিবারের কাছে। আমি সব সময় একতা পরিবারের সাথে আছি এবং থাকবো।

জানাগেছে বিগত টানা ৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। এরই মধ্যে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গায় ৪২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতো গরমে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একতা পরিবার মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে ২য় দিনের মতো গতকাল শুক্রবার পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে প্রায় ১ হাজার লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করা হয়।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক সামিউল ইসলাম বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, একতা পরিবারের সদস্য, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহের প্রতিদিন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকা’র স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম মানিক, দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি আসহাবুল আলম, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র জয়রামপুর প্রতিনিধি হেলাল উদ্দিন, বেনাপুল টিভি’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোঃ ইকরামুল হক, ডেনটিস্ট সোহানুর রহমান সোহান, শোভন সহ, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকা’র হাউলী প্রতিনিধি আনারুল ইসলাম প্রমূখ। শরবত তৈরী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজুল ইসলাম বুদো। আজ শনিবার দিনভর কার্পাসডাঙ্গায় ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হবে।

দামুড়হুদায় একতা পরিবারের পক্ষ থেকে তৃষ্ণার্তদের মাঝে ফ্রী শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে একতা পরিবারের পক্ষ থেকে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকার সাড়ে ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দামুড়হুদা বাসট্যান্ড কৃষি ব্যাংকের সামনে এই শরবত বিতরণ করা হয়। একতা পরিবারের পক্ষ থেকে লেবুর শরবত বিতরণের শুভ উদ্বোধন করেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী।

এসময় তিনি বলেন, প্রচুর তাপদহের কারনে মানুষের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কঠিন তাপদহের মধ্যেও জীবন জীবিকার তাগিদে মানুষ বাইরে বের হচ্ছে। ঠিক সে সময় এমন মহতী উদ্যোগ গ্রহনের জন্য একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়। সেই সাথে এমন ভালো কাজ চলমান রাখবেন এমন প্রত্যাশা করি একতা পরিবারের কাছে। আমি সব সময় একতা পরিবারের সাথে আছি এবং থাকবো।

জানাগেছে বিগত ২/৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। যার কারনে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার একতা পরিবার মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে আজ বৃহস্পতিবার দিনভর পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে ১ হাজার ৫০০শ লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করা হয়।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক বৃদ্ধ সাজিহার আলম বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে

প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় একতা পরিবারকে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী, একতা পরিবারের সদস্য, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোজাম্মেল শিশির, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আরিফুল ইসলাম মিলন, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি রকিবুল হাসান তোতা, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার জাহাঙ্গীর আলম মানিক, দৈনিক আজকের বসুন্ধরা পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি আসহাবুল আলম, দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি মশিউর রহমান, দৈনিক সময়ের সমীকরন পত্রিকার জয়রামপুর প্রতিনিধি হেলাল উদ্দিন, দৈনিক জনতার ইশতেহার পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি রাজু আহাম্মেদ সন্জু, বেনাপুল টিভি’র দামুড়হুদা প্রতিনিধি মোঃ ইকরামুল হক, দৈনিক পশ্চিমাঞ্চল পত্রিকার হাউলী প্রতিনিধি আনারুল ইসলাম প্রমূখ। শরবত তৈরী কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেন সিরাজুল ইসলাম বুদো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তরের আয়োজনে মাঠ দিবস

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিপ্তর কতৃক আয়োজিত ২০২৩/২৪ অর্থবছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় মাঠ দিবস অনুষ্টিত।

গতকাল সকাল সাড়ে ১০ টার সময় হারদী কুয়াতলা মহাম্মদপুর গ্রামে মাঠদিবস অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা খামার বাড়ীর তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আরশেদ আলী।

প্রধান অতিথি বলেন আমরা পরিক্ষা মুলক ভাবে তেলজাত দ্রব্য বিশেষ

করে শরিষার তেল উৎপাদনে সফল হয়েছি। আপনারা সয়াবিন তেলের পরিবর্তে শরিষার তেল দিয়ে রান্না করেন, এতে খাটি তেল যেমন পাবেন, তেমন ভেজাল তেল খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবেন, সোয়াবিন তেল উৎপাদন করতে ৩ কেজি প্রকৃত সোয়াবিন লাগে, প্রতিকেজি সোয়াবিনের দান ১ শত টাকা তাহলে এক কেজি সোযাবিন তেল করতে খরচ হয় ৩ শত টাকা। দেশে কি কোন পাগল আছে যে ৩ শত টাকা খরচ করে ১২৫ টাকা কেজি তেল বিক্রয় করবে, তাহলে ঐ তেলে অবশ্যই ভেজাল তেল মেশান হচ্ছে,তাই আসুন ভেজাল না খেযে খাটি শরিষার তেল খাই, আমরা সারা দেশে কয়েকটি এলাকা শরিষা চাষের আওতায় এনেছি তার মধ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা একটি, তাই আমি মনে করি আপনারা বিশেষ করে এই অঞ্চলের চাষি ভাইয়েরা ভাগ্যবান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ,যশোর কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের মনিটরিং অফিসার কৃষিবিদ হীরক কুমার সরকার, অতিরিক্ত উপ-পরিচালক কাইছার ইকবাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম। উপ-সহকারি কৃষি অফিসার আরিফুল ইসলামের উপস্থাপনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন।

এ ছাড়াও অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপসহকারী কৃষি অফিসার আবদুস সামাদ, বক্তব্য রাখেন উপ সহকারী কৃষি অফিসার এ বি এম মমিন অর রশিদ, আব্দুস সামাদ মন্টু, অঞ্জিরা খাতুন, মুরতুজা জামান, কৃষক হুমায়ুন কবির, উপ-সহকারি কৃষি কর্অমকর্তা, খাদেমুল বাসার, আমজাদ হোসেন, নজরুল ইসলাম, সেলিনুর রহমান, কৃষক হুমাযন প্রমুখ। সভা শেষে অটোমেটিক সরিষা ভাঙ্গানো মেশিন দিয়ে তেল তৈরি করার পদ্ধতি শেখানো হয়।

দামুড়হুদায় মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত প্রদর্শনীর মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ

অধিদপ্তরের আয়জনে উপজেলার জয়রামপুর মাঠ পাড়ায় মাঠদিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাউলী ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাহাজ উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প, যশোর অঞ্চলের মনিটরিং অফিসার হীরক সরকার। প্রধান অতিথির বক্তব্যে হীরক সরকার তেল ফসলের উপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বারি সরিষা-১৪ জাতের ফসলটি যদি আপনারা আমন ধান কাটার পরে জমিটা পতিত না রেখে সে সময় বারি সরিষা-১৪ জাতের ফসল উৎপাদন করে আবার সেই জমিতে বোরোধান চাষ করা যাই। তাহলে দেশে তেলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। জমিও পরে থাকবেনা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক কায়সার ইকবাল, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, মুকুল হোসেন, চাঁদনী খাতুন সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত কৃষক কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা জালাল উদ্দীন।

আলমডাঙ্গার হারদি হাসপাতালে ঔষুধ কোম্পানির দৌরাত্ম্যে রোগীদের দুর্ভোগ চরমে

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের দৌরাত্ম্য দিন দিনই বেড়েই চলেছে। তাদের দৌরাত্ম্যে বিভিন্ন ভাবে হয়রানি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রোগীরা।

চিকিৎসকের কক্ষের দরজা ও বহিঃ বিভাগের সামনে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঔষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের অবাধ বিচরণ দেখা যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মানছেনা

কেউ? রোগীরা বের হলেই জোরপূর্বক ব্যবস্থাপত্র নিয়ে করা হচ্ছে টানাহেচড়া এতে রোগীরা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিক্রয় প্রতিনিধি জানান, প্রেসক্রিপশন ঔষুধ লিখার জন্য প্রতিমাসেই কলম, পেড, চাবির রিং থেকে শুরু করে টিভি-ফ্রিজসহ মোটা অংকের উপহার দিয়ে দিতে হয় ডাক্তারদের। তার বিনিময়ে প্রতিটি প্রেসক্রিপশনেই আমাদের ঔষধ লিখতে হবে। এছাড়াও এসব ব্যবস্থাপত্রের একটি কপি মেইল করে হেড অফিসেও পাঠাতে হচ্ছে।

নাসিমা আক্তার সুরভী নামের এক রোগী বলেন, তীব্র গরমে আমি বেশি অসুস্থ্য হওয়ার পর বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় তলায় মেডিকেল অফিসার কক্ষে আসি। সেখানে দেখি ওই চিকিৎসকের সঙ্গে কেউ বসে কেউ দাড়িয়ে খোশগল্পে মেতে রয়েছেন বিভিন্ন ঔষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা। ডাক্তার কোন কোম্পানির ঔষুধ রোগীর ব্যবস্থাপত্রে লিখবেন তা নিয়েও শুরু হয় তাদের মধ্যে তর্কবির্তক। দীর্ঘক্ষন দাঁড়িয়ে থাকার পর বাধ্য হয়ে কক্ষে ঢুকে চিকিৎসকের কাছ থেকে চিকিৎসা নেই।

সরেজমিনে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে গেলে দেখা যায়, হাসপাতালের বহিঃ বিভাগের সামনে এবং ভিতরের বিভিন্ন চিকিৎসকের কক্ষের সামনে ঔষুধ কোম্পানি প্রতিনিধিদের ভিড় লেগেই আছে। নির্দিষ্ট সময়ের বাহিরে তারা ভিজিট করে রোগীদের চিকিৎসা সেবায় বেঘাত ঘটাচ্ছেন। দেখা গেছে, যখন রোগী টিকেট কেটে চিকিৎসা সেবার জন্য চিকিৎসকের কক্ষে যান তখন একাধিক প্রতিনিধি ওই কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ভিড় জমিয়ে আছেন। আবার কেউ কেউ রোগীকে অপেক্ষায় রেখে তাদের ভিজিট সেরে নিচ্ছেন। এর বাহিরে প্রতিনিয়তই চোখে পড়ে এসব প্রতিনিধিদের নানান দৃশ্য।

সরকারি এ হাসপাতালটিতে যখন বিভিন্ন রোগীরা ডাক্তার দেখিয়ে টিকেট নিয়ে ফিরে যান তখন দেখা যায়, বিভিন্ন কোম্পানীর প্রতিনিধিরা ওইসব রোগীদের পথে দাঁড় করিয়ে তাদের হাতের টিকেট টেনে নিয়ে ওই টিকেটের ছবি তুলে রাখেন। হাসপাতালের জরুরী বিভাগের মেডিকেল অফিসার চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন। প্রায়ই দেখা গেছে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা ওই জরুরী বিভাগের চিকিৎসকের কক্ষের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের কারণে রোগীরা সে ভিড়ে ঠেলে কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। আবার ভেতরে প্রবেশ করলেও দেখাযায় সেখানে চলছে ভিজিট। এভাবেই প্রতিদিন সরকারি এ হাসপাতালটিতে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলছে। আর প্রতিনিয়ত দূর্ভোগের শিকার হচ্ছেন রোগীরা।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: শারমিন আক্তার বলেন, ঔষধ কোম্পানি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক করে তাদেরকে ভিজিট করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হয়েছিল। তাঁরা সকাল থেকেই হাসপাতালে উপস্থিত থাকেন। শনি ও মঙ্গলবার দুপুর ১ টা থেকে ২ টা পর্যন্ত ভিজিটের অনুমতি দেওয়া হয়। তবুও তাঁরা জোরপূর্বক হাসপাতালে ভিজিট করেন। গতকাল বুধবার নোটিশ বোর্ডে ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের ভিজিটের জন্য রবি ও বুধবার সকাল ৮ থেকে ৯ টা পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, ইতিমধ্যে রোগীদের নিকট থেকে ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি ব্যবস্থাপত্র নিয়ে ছবি তুলে থাকেন এমন অভিযোগ পেয়েছি। যদি তাঁরা সময় মত ভিজিট না করে, রোগীদের হয়রানী দেয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় প্রখর তাপদহে বৃষ্টির আশায় ইস্তিসকার নামাজ আদায়

প্রখর তাপদহের মধ্যে সারিবদ্ধ ভাবে বৃষ্টির আশায় বিশেষ নামাজ (ইস্তিসকার) আদায় করেছেন আলমডাঙ্গা উপজেলার শত শত মানুষ।

আজ বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার দারুস সালাম ঈদগাহ ও কুমারী ইউনিয়নের ফুটবল মাঠ প্রাঙ্গণে এ নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা।

দারুস সালাম ঈদগাহ মাঠের নামাজে ইমামতি ও মোনাজাত করেন কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল কাদের। কুমারী ফুটবল মাঠে ইমামতি ও মোনাজাত করেন কুমারী মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা গিয়াস উদ্দীন।

টানা এক সপ্তাহ তীব্র তাপদহে বৃষ্টি না হওয়ায় মরতে শুরু করেছে কৃষকের ফসলের ক্ষেত, কষ্টে আছে গাছপালাসহ প্রাণীকুল। গত দু’দিন তাপমাত্রা একটু কমলেও বৃষ্টির দেখা নেই।

এদিকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় জেলায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চুয়াডাঙ্গায় ৪০-৪২ ডিগ্রির ওপরে তাপমাত্রা ওঠা-নামা করছে। আজ বুধবার সকাল ৯ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর শহরের হাটকালুগঞ্জে অবস্থিত আবহাওয়া অফিস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে ৩২ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ৫৩ শতাংশ।

আলমডাঙ্গায় কৃষিতে ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কা, মরছে চাষের মাছ

আলমডাঙ্গার রায়সা গ্রামের আমজেদ আলীর পাঁচটি পুকুর রয়েছে। এর মধ্যে দুটি তীব্র গরম আর অনাবৃষ্টিতে শুকিয়ে গেছে। তিনটির পানি শুকিয়ে নেমেছে তলানিতে। গরমে মাছ রক্ষায় বৈদ্যুতিক মোটরের মাধ্যমে পানি দিচ্ছেন। কিছু মাছ বিক্রিও করেছেন। আইলহাঁস গ্রামের তুষার আলী সাড়ে চার বিঘা জমির ঘেরে মাছ ছেড়েছেন। তবে গরমে পানিতে অক্সিজেন কমে পাওয়ায় মাছ মরে ভেবে উঠছে। এতে তাঁর বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছে।

কয়েকদিন ধরে চুয়াডাঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র থেকে অতি তীব্র তাপদাহ। প্রতিদিনই তাপমাত্রার পারদ ৪০ ডিগ্রির ঘর অতিক্রম করছে। এ অবস্থায় পুকুরের মাছ ও মাঠের ফসল নিয়ে বিপদে রয়েছেন কৃষক। আবহাওয়ার বিরূপ আচরণ আর অনাবৃষ্টিতে ফলন বিপর্যয়ের শঙ্কা বাড়ছে। খালবিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তরও নামছে। এতে ক্ষেতে পানিশূন্যতা দেখা দিয়েছে।

তালতলা এলাকার কৃষক ছায়েম মিয়া বলছিলেন, তাঁর পানের বরজে পাতা পুড়ে যাচ্ছে। যে পরিমাণ তাপ, তাতে ফসলের মাঠে কাজ করাও দুষ্কর হয়ে গেছে। ধানে প্রতিদিন সেচ দিতে হচ্ছে। তেল ও সারের যে দাম, বৃষ্টি না হওয়ায় খুব বিপদে আছেন। কৃষকরা বলছেন, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ায় ডিজেলচালিত শ্যালো মেশিন ও বৈদ্যুতিক মোটরে প্রয়োজনীয় পানি উঠছে না। এ অবস্থায় পুকুরে পানির তাপমাত্রা বেড়ে

যাওয়ায় বিপদে পড়েছেন মাছচাষিরাও। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ফাতেমা কামরুন্নাহার আঁখির ভাষ্য, উত্তাপ থেকে মাছ বাঁচাতে পুকুরে চুন মিশিয়ে দেওয়া ও সেচযন্ত্র দিয়ে পানি দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন তারা। মৎস্য বিভাগ থেকে জানা গেছে, উপজেলায় ৩ হাজার ৪৬৭টি পুকুর রয়েছে। এ অঞ্চলে মাছের চাহিদা ৭ হাজার ৫৬০ টন। তবে প্রতিবছর ৭ হাজার ৯৭২ টন গলদা, বাগদা ও কার্পজাতীয় মাছ উৎপাদন হচ্ছে। চাহিদার চেয়ে এলাকায় বেশি উৎপাদন হওয়া মাছ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মাছ চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩২ ডিগ্রি আদর্শ তাপমাত্রা। পুকুরের পানির স্তর পাঁচ ফটের ওপরে থাকলে মাছের ক্ষতির শঙ্কা কম। বৃষ্টি না হওয়ায় পানির স্তর নামছে। এতে দেখা দিয়েছে অক্সিজেনের সংকট। ফলে হাঁসফাঁস করছে মাছ।

এলাকার ফসলের মাঠ ঘুরে দেখা গেছে, তীব্র গরমে প্রায় সব ধরনের ফসলে একই ধরনের অবস্থা। কলাগাছ মরে যাচ্ছে। কলার ছড়ি পড়ে যাচ্ছে। আম ও লিচুর গুটি ঝরে পড়ছে। ফলে আম, লিচু ও কলার কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন নিয়েও কৃষক দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। সদর উপজেলার কুলচারা গ্রামের কৃষক আলী হোসেন সাড়ে তিন বিঘা জমিতে দেশি জাতের কচুর আবাদ করেছেন। কিন্তু বৈরী আবহাওয়ায় কচুর পাতা কুঁকড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস থেকে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৩৪ শতাংশ। আর বেলা ৩টায় ছিল ৩৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি। বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ২৮ শতাংশ।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বিভাস চন্দ্র সাহা বলেন, তাপপ্রবাহে কিছু কিছু ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। এ ক্ষতি কাটাতে কৃষকদের বলা হচ্ছে, ফসলে বেশি পানি দিতে।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সাথে

সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদের মতবিনিময় সভা

চুয়াডাঙ্গা জেলা ইমাম সমিতি, সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদ ইসলামী আন্দোলনসহ সম্মানিত ওলামা মাশায়েখদের সাথে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা মহোদয়ের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত ওলামা মাশায়েখদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়। চুয়াডাঙ্গা জেলার উলামা পরিষদের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ জ্ঞাপন করে তারা জানান যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় সুদীর্ঘকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় আছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ওলামা পরিষদের মুফতি জুনায়েদ আল হাবিবি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম, সম্মিলিত ওলামা কল্যাণ পরিষদ সভাপতি মাওলানা বচির আহমেদ, ইসলামী আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি হাসানুজ্জামান সহ ওলামা পরিষদের নেতৃবৃন্দ বলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা সুযোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্বে জেলার সকল ধরনের অপরাধ প্রবণতা অনেক কমে এসেছে। মোটাদাগে বলা যায় জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমানে অনেক ভালো।

আলোচনা সভায় উপস্থিত সম্মানিত ঊলামা মাশায়েখ বৃন্দ সম্মিলিতভাবে পুলিশ সুপার চুয়াডাঙ্গা কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনে যেকোনো ধরনের সহযোগিতা করবেন মর্মে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আলোচনা সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম- সেবা,জাকিয়া সুলতানা, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) দামুড়হুদা সার্কেল, ডিআইও-১ সহ পুলিশ

কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিশেষে আলোচনা সভার সভাপতি পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম উপস্থিত সম্মানিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দদের শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন আগামী দিনের যেকোন পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাবে। তিনি আলোচনা সভায় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য উপস্থিত সকল ওলামা মাশায়েখবৃন্দ সহ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদায় বাল্যবিবাহ দেওয়ায় ভ্রাম্যমান আদালতে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ দেয়ায় কিশোরী কনের বাবাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার বিকাল ৫টার দিকে জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ায় এঘটনা ঘটে। দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, জুড়ানপুর গ্রামের মাঝের পাড়ার আরুল এর ১৭ বছর বয়সী কন্যাকে বাস্তপুর গ্রামে বাল্যবিবাহ প্রদান করেন।

ঘটনা জানাজানি হলে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার নির্দেশনায় দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন । এসময় ২০১৭ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন অনুযায়ী কন্যার বাবা আরুল ইসলামকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। পাশাপাশি মেয়ের বাবার কাছ থেকে লিখিত আকারে মুচলেকা নেন। এতে বলা হয় মেয়ের বয়স ১৮ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে তার বাবার বাড়িতেই থাকবেন,শশুর বাড়িতে থাকবেনা। এবং ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত বর তাকে নিয়ে যেতে পারবেন। যদি এই আদেশ অমান্য করে তবে সংবিধানের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করা হবে বলে এই মর্মে নির্দেশনা দেয়া হয়। এসময় দামুড়হুদা মডেল থানার উপপরিদর্শক নায়েব আলীর নেতৃত্বে পুলিশ সদস্যরা মোবাইল কোর্ট এ সহযোগীতা করেন।